গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

আগস্ট/২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ	মোঃ আরিফুর রহমান অপু। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
সভার তারিখ ও সময়ঃ	১৬ আগস্ট, ২০১৮; বেলা ১০:০০ টা.
সভার স্থানঃ	খাদ্য অধিদপ্তরের সভাকক্ষ।
সভার উপস্থিতিঃ	পরিশিষ্ট 'ক' (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন না থাকায় এটি দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর এজেন্ডা অনুযায়ী উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) সভার কার্যক্রম তুলে ধরলে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
১।	পরিদর্শন	ক) মহাপরিচালক মহোদয় বিনির্দেশসম্মত চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করার জন্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের নির্দেশনা দেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক রাজশাহী বলেন যে, এলএসডি পরিদর্শনকালে খামালে সংগ্রহ করা চালের গুণগত মান ভাল পাওয়া যায়। কিন্তু বিতরণকালে খারাপ চাল বিতরণ করা হয় মর্মে বিভিন্ন জায়গা হতে অভিযোগ পাওয়া যায়। মহাপরিচালক মহোদয় এর কারণ জানতে চাইলে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রংপুর বলেন যে, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক চাল সংগ্রহকালে কার্যকর তদারকি করেন না। এ জন্য উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের অদক্ষতা ও নিষ্ক্রিয়তা অনেকাংশে দায়ী। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ জোরদার পরিদর্শন করলে বিনির্দেশ মোতাবেক সংগৃহীত চাল বিতরণ করা সম্ভব। পরিচালক, প্রশাসন মহোদয় দায়ী উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ও তা অধিদপ্তরকে অবহিত করতে বলেন।	ক) (i) বিনির্দেশ মোতাবেক চাল সংগ্রহ করতে হবে। (ii) বিনির্দেশ মোতাবেক সংগ্রহীত চাল বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে ও সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর মনিটরিং করতে হবে। (iii) দায়িত্ব পালনে উদাসীন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক (সকল)/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক(সকল)/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।
		খ) পরিচালক, সংগ্রহ বিভাগ বলেন যে, পরিদর্শনকালে ঢাকা বিভাগের জামালপুর ও টাংগাইল জেলার কিছু এলএসডিতে সংগৃহীত চালের গুণগত মান ভাল মনে হয়নি। উক্ত এলএসডিসমূহের চালের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের কেমিষ্টকে দেয়া হয়েছে। শেরপুর জেলার নলিতাবাড়ী এলএসডির চালের মান খুবই খারাপ দেখা গেছে। তিনি সভায় আরো জানান যে, সহকারী কেমিষ্টদের কাজে লাগানোর জন্য তাঁর বিভাগ হতে নির্দেশনা দেয়া আছে।	খ) জামালপুর ও টাংগাইল জেলার এলএসডি'র চালের গুণগত মান পরীক্ষার প্রতিবেদন সম্পর্কে জানাতে হবে।	
		গ) সভায় রাজশাহী বিভাগের পাবনা জেলার মুলাডুলী সিএসডির চালের মান বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহীকে জিজ্ঞাসা করা হয়। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী বলেন যে, ইতোমধ্যে কমিটি গঠন করে দেয়া হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার ছাড় দেয়া হবে না।	গ) মুলাডুলি সিএসডিতে চালের গুণগত মান বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অধিদপ্তরকে জানাতে হবে।	

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
২।	মামলা ও আইনগত কার্যক্রম	১। খাদ্য বিভাগের মামলাসংক্রান্ত ডাটাবেজ হালনাগাদ করার ব্যাপারে পুনরায় আলোচনা হয়। কারণ ডাটাবেজটি পর্যবেক্ষণে প্রায়ই অনিয়মিতকরণ দেখা যাচ্ছে । অর্থাৎ ঠিকমতো এন্ট্রি বা সর্বশেষ অবস্থা এতে বুঝা যায় না । ২। (১) **The Food (Special Courts) Act, 1956** এবং (২) **The Food Grains Supply (Prevention of Prejudical Activity) Ordinance 1979** আইন দু'টির উপর খাদ্য অধিদপ্তরের দু'জন পরিচালকের মতামত পাওয়া গিয়েছে। এ পর্যায়ে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং স্টেক হোল্ডারগণের নিকট থেকে আরো বাস্তবসম্মত মতামত চাওয়া হয়েছে । এখন পর্যন্ত সকল সংস্থাপনা হতে **আইন দু'টির বিষয়ে মতামত পাওয়া যায়নি।**	১। সকল আঞ্চলিক খাদ্য এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন । ২। (১) **The Food (Special Courts) Act, 1956** এবং (২) **The Food Grains Supply (Prevention of Prejudical Activity) Ordinance 1979** আইন দু'টির উপর সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং স্টেক হোল্ডারগণের বাস্তবসম্মত মতামত প্রেরণের বিষয়ে দ্রুত সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	পরিচালক(সকল)/ বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেট/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেট/সিস্টেম এনালিস্ট।
৩।	খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রম	সভায় অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০১৮ বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় বোরো ২০১৮ মৌসুমে বিনির্দেশসম্মত চাল সংগ্রহের বিষয়ে সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রতিটি ক্রয়কেন্দ্রে বিনির্দেশ অনুযায়ী চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্রয়কেন্দ্রে বিনির্দেশসম্মত চাল ক্রয় হচ্ছে কিনা তা সরোজমিনে যাচাই করার জন্য সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রক ও সহকারী রসায়নবিদদের কার্যকর পরিদর্শনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	(১) বোরো ২০১৮ মৌসুমে ধান ও সিদ্ধ/আতপ চালের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সংগ্রহ নীতিমালার আওতায় বিনির্দেশ সম্মত ধান/চাল সংগ্রহ করতে হবে। কোন ক্রমেই সংগ্রহ নীতিমালা ও বিনির্দেশের ব্যত্যয় ঘটানো যাবেনা। (২) আঞ্চলিক খাদ্যনিয়ন্ত্রক/ জেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রক/ সহকারী রসায়নবিদ কর্তৃক ক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শনের উপর ভিত্তি করে চাল ক্রয় সম্পর্কে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণকে সভায় সংগ্রহ বিভাগের ০২/০৮/২০১৮ খ্রি: তারিখের ১৫৩৬(৭) স্মারকে প্রেরিত ছক অনুযায়ী প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	(১) সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
৪।	খাদ্যশস্য চলাচল	(ক) পাক্ষিক মজুত প্রতিবেদন বিষয়ে পরিচালক চসসা জানান যে, জুলাই/২০১৮ মাস পর্যন্ত সকল বিভাগ হতে পাক্ষিক মজুত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। কোন গড়মিল পাওয়া যায়নি।	(ক) পরিচালক, চসসা বিভাগের ই-মেইল/ফ্যাক্স এ যথাসময়ে পাক্ষিক মজুত প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক, চসসা/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
		(খ) মেজর ক্যারিয়ার, চট্টগ্রাম নিয়োগ বিষয়ে পরিচালক, চসসা জানান যে, মেজর ক্যারিয়ার, চট্টগ্রাম নিয়োগের লক্ষ্যে চসসা বিভাগের ০৫/৮/২০১৮ খ্রি. তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৮৩. ৪৯.০১২.১৭-২০১৬ নং স্মারকে পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং ১৮/৯/২০১৮ তারিখে দরপত্র গ্রহণ করা হবে।	(খ) পিপিআর এ উল্লিখিত সকল নিয়ম প্রতিপালন করে দ্রুত ঠিকাদার নিয়োগ চূড়ান্ত করতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক, চসসা।
		(গ) সাইলো অধীক্ষক, মোংলা জানান যে, মোংলা সাইলোতে গমের মজুত ৩৭০২১ মে.টন। উক্ত গম দ্রুত বিলি বিতরণ করা না হলে গমের মানের ক্রমাবনতি হতে পারে। পরিচালক, চসসা জানান যে, মোংলা সাইলোর গম দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মোংলা সাইলো হতে বরিশাল বিভাগে ২টি সূচির অধীনে ২৪০০ মে.টন গমের চলাচল সূচি জারি করা হয়েছে। এছাড়া মোংলা সাইলো হতে বাঘাবাড়ী ঘাটের মাধ্যমে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে চলাচল সূচির অধীনে ১১,৪০০ মে.টন গমের চলাচল সূচি জারি করা হয়েছে। শিঘ্রই চাহিদার ভিত্তিতে আরও চলাচল সূচি জারি করা হবে।	গ) মোংলা সাইলোর পুরাতন গম নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরিশাল বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া রাজশাহী ও নগরবাড়ী নৌ বন্দরের মাধ্যমে আরও চলাচল সূচি জারি করতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক, চসসা/সাইলো অধীক্ষক, মোংলা সাইলো, মোংলা/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী/রংপুর/বরিশাল।

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		ঘ) রাজশাহী ও রংপুরসহ সারা দেশে সংগ্রহ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার অধিকাংশ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সংগ্রহ কার্যক্রম সফল করার জন্য রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ হতে চলাচল সূচি জারি করা প্রয়োজন। চলাচল সূচি জারি ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে যেন পশ্চাৎমুখী চলাচল সূচির প্রয়োজন না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।	ঘ) চলমান সংগ্রহ সফল করার লক্ষ্যে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ হতে চালের চলাচল সূচি জারি অব্যাহত রাখতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক, চসসা/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।
৫।	বেসরকারি পর্যায়ে গুদামের সংখ্যা ও ধারণক্ষমতা এবং গুদামে মজুত খাদ্যশস্য পরিবীক্ষণ	(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী আমদানিকারক, পাইকারী ও খুচরা খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী এবং চালকল মালিকদের নিকট থেকে নির্ধারিত ছকে পাক্ষিক প্রতিবেদন সংগ্রহ করে এর বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করে একীভূত বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। (খ) খাদ্যশস্য লাইসেন্সের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাইসেন্সবিহীন সকল ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সের আওতাভূক্ত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	(ক) নির্ধারিত ছক মোতাবেক লাইসেন্স ও মজুত সংক্রান্ত পাক্ষিক প্রতিবেদন এর বস্তুনিষ্ঠতা যাচাইপূর্বক নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করে প্রেরণ করতে হবে। (খ) জেলা/উপজেলা পর্যায়ে লাইসেন্সের আওতায় আসার যোগ্য ব্যবসায়ীদের সার্ভে প্রতিবেদন অবিলম্বে সববি বিভাগে প্রেরণসহ লাইসেন্স সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
৬।	ওএমএস খাতে ডিলারদের পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি	ডিলারদের বর্তমান পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় সুষ্ঠুভাবে ওএমএস কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে খাদ্য অধিদপ্তরের ভাবমূর্তি উজ্জল করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	সারাদেশে চলমান ওএমএস কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকি ও পরিচালনা করতে হবে। এ বিষয়ে কোন প্রকার গাফিলতি বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
৭।	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচী	সারাদেশে আগামী সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় চাল বিক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	সারাদেশে আগামী সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় চাল বিক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে। এ বিষয়ে কোন প্রকার গাফিলতি বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কক্সবাজার/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উখিয়া ও টেকনাফ
৮।	আতপ চাল বিতরণ	সদ্য সংগৃহীত বোরো আতপ চাল বিলি-বিতরণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার জেলায় সকলখাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ওয়ারেন্টি অনুসারে আতপচাল বিলি বিতরণ করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য বিভাগ হতে চলাচল সূচির মাধ্যমে আতপ চাল চট্টগ্রাম বিভাগে এনে তা বিলি বিতরণ করতে হবে। যদি অন্য বিভাগ হতে চাল পরিবহন করা না যায় সেক্ষেত্রে স্ব স্ব বিভাগের মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী আন্তঃপরিবহনের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আতপচাল বিলি বিতরণ করতে হবে। পরিবহনের মাধ্যমে আতপচাল বিলি বিতরণের সমস্যা সমাধান করা না গেলে স্ব স্ব আখানিগণ তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুযায়ী সদ্য সংগৃহীত আতপ চাল বিলি-বিতরণের বিষয়ে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/চসসা বিভাগ/ সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
৯।	বাজারদর পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন	মোটা চালের বাজার দর নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। মাঠ পর্যায় হতে মোটা চালের বাজার দর সরেজমিনে যাচাইপূবর্ক বাস্তব বাজার দর উপস্থাপন করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	মাঠ পর্যায় হতে মোটা চালের বাজার দর সরেজমিনে যাচাইপূর্বক বাস্তব বাজার দর উপস্থাপন করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
১০।	রাজস্ব বাজেটের আওতায় রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্মাণ কার্যাদি	ক) সভায় মহাপরিচালক ডিজিটাল ওয়ে ব্রিজ ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। ওয়ে ব্রিজ থাকলে তার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে মর্মে আলোচনা হয়। মাঠ পর্যায়ে ওয়ে ব্রিজ থাকা সত্ত্বেও ব্যবহার করা হচ্ছে না। মহাপরিচালক বলেন কেউ ওয়ে ব্রিজ ব্যবহার না করলে তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সভায় জানান যে, পুরাতন যান্ত্রিক ওয়েব্রীজ স্কেল এবং যান্ত্রিক প্লাটফরম স্কেলের মেরামত করার জন্য জেলা বা বিভাগীয় পর্যায়ে দক্ষ জনবল পাওয়া যায় না। কেন্দ্রীয়ভাবে মেরামতের ব্যবস্থা করার জন্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ সভায় আলোচনা করেন।	ক) ইলেকট্রিক ওয়েব্রীজ স্কেল ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পুরাতন যান্ত্রিক ওয়েব্রীজ স্কেল এবং যান্ত্রিক প্লাটফরম স্কেল মেরামত করার জন্য পউকা বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল
		খ) মহাপরিচালক গুদাম রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ে মেরামতের জন্য অর্থ বরাদ্দ চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়। মহাপরিচালক মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে রক্ষণাবেক্ষণের অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগকে নির্দেশ দেন।	খ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণের অর্থ বরাদ্দ তথা অনুমোদনের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
		গ) চালে পোকার আক্রমণ বিষয়ে আলোচনা হয়। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ কীটনাশকের কার্যকারীতা, মেয়াদ ও ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেন। কর্মকর্তাগণ বলেন ব্যবহার বিধি অনুসারে কীটনাশকের ব্যবহার করা হয় না; আবার কখনও মেয়াদ উত্তীর্ণ কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। বিধায় যথার্থ ফল পাওয়া যায় না। পাশাপাশি একই ধরণের কীটনাশক দীর্ঘদিন খাদ্যশস্যে পোকামাকড়/ কীটপতঙ্গ দমনে ব্যবহারের ফলে কীটপতঙ্গের দেহে এক ধরণের প্রতিরোধ ক্ষমতা (Resistance Capacity) গড়ে ওঠার বিষয়েও আলোচনা হয়।	গ) ব্যবহার বিধি অনুসারে কীটনাশকের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	
		ঘ) সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১০/০৭/২০১৮খ্রিঃ তারিখে একনেকে অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুলাই/১৮ হতে জুন/২১ পর্যন্ত। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১৬৮৭.৫৭ লাখ টাকা। সংশ্লিষ্ট আখানি দপ্তরে আরএমই এবং আরএমও দপ্তরে এ প্রকল্পের প্রাক্কলন জমা আছে। আগামী ০৭ দিনের মধ্যে খাদ্য অধিদপ্তরে সকল প্রাক্কলন প্রেরণ করতে হবে।	ঘ) সংশ্লিষ্ট আঞ্চালিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ প্রকল্পের আওতায় সকল কাজের প্রাক্কলন আগামী ০৭ দিনের মধ্যে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	
		ঙ) চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় নির্মাণ এবং মেরামত কাজের প্রাক্কলন প্রেরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	ঙ) সংশ্লিষ্ট আখানিগণের মাধ্যমে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় নির্মাণ এবং মেরামত কাজের প্রাক্কলন আগামী ০৭ দিনের মধ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
১১।	অভ্যন্তরীণ অডিট	ক(১) সফটওয়ারের ব্যবহার ও অডিট নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি আপলোড, হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।	ক(১) জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন, অতিরিক্ত পরিচালক পবিত্র হজ্জব্রত পালন শেষে সিস্টেম এনালিষ্ট এর সাথে আলোচনা করে সফটওয়ারের ব্যবহার ও অডিট সংক্রান্ত ডাটা আপলোড ও হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তর ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	সকল পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ।
		ক(২) মাঠ পর্যায়ে আঞ্চলিক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয় হতে আগামী ৩ মাসের মধ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি অডিট সফটওয়ারে আপলোড করতে হবে। প্রতি মাসের অগ্রগতি অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে।	ক(২) জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন, অতিরিক্ত পরিচালক পবিত্র হজ্জব্রত পালন শেষে সিস্টেম এনালিষ্ট এর সাথে আলোচনা করে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি অডিট সফটওয়্যারে আপলোডের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	
		খ) প্রতিটি বিভাগে প্রতি দুইমাস অন্তর আবশ্যিকভাবে বিভাগীয় নিরীক্ষা কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে ।	খ) জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন, আতিরিক্ত পরিচালক পবিত্র হজ্জব্রত পালন শেষে মুন্সীগঞ্জ, শরীয়তপুর, নেত্রকোনা জেলা এবং ঢাকা, তেজগাঁও ও ময়মনসিংহ সিএসডির বিভাগীয় নিরীক্ষা কমিটির সভা আয়োজন করবেন।	
১২।	বাণিজ্যিক অডিট	১। দ্বি-পক্ষীয় সভা আরও নিয়মিত সম্পন্ন করতে হবে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগন জানান যে, সভায় সুপারিশ করা অনুচ্ছেদের জারীপত্র সময়মত পাওয়া যায় না ।	১। দ্বি- পক্ষীয় সভা আরও নিয়মিত সম্পন্ন করতে হবে। সভার কার্যপত্রে, সকল প্রমাণক সুচারুভাবে সংলগ্নি হিসাবে সংযুক্ত করতে হবে ।	সকল পরিচালক/ সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
		২। অতিরিক্ত পরিচালক সভায় জানান যে, মাঠ পর্যায় হতে ব্রডশীট জবাব পাওয়া যাচ্ছে না । বিশেষত: খসড়া ও সংকলন অনুচ্ছেদের জবাব পাওয়াই যায় না।	২। কোন ভাবেই যেন জবাব প্রেরণ না করার জন্য আপত্তি সমূহ পরবর্তী ধাপে উন্নীত না হয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। খাদ্য অধিদপ্তরের স্মারক নং১৮৫ তারিখ ০২/০৪/১৮খ্রিঃ মোতাবেক নির্ধারিত টার্গেট অর্জন করে জবাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
১৩	বিবিধ (APA, ই-ফাইলিং, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অন্যান্য)	**<u>ক) PIMS Software হালনাগাদকরণ-</u>** PIMS Software মাঠ পর্যায়ের আখানি, জেখানি, সিএসডি, সাইলোসহ অন্যান্য কার্যলয় হতে হালনাগাদ করা হচ্ছে না। বিশেষ করে পদোন্নতি প্রাপ্তদের পদোন্নতি ও পোস্টিং এর তথ্য হালনাগাদ করা প্রয়োজন। এছাড়াও দেখা গেছে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মরতদের সংখ্যা PIMS ডাটাবেজে প্রাপ্ত সংখ্যার চেয়ে অধিক। এতে লক্ষণীয় যে, কোন সংস্থাপনায় কতজন কর্মরত রয়েছেন তার সঠিক তথ্য খাদ্য অধিদপ্তরের সকল সংস্থাপনায় এন্ট্রি করা হয়নি। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের ২৬/০৪/২০১৮ তারিখের ১৫১নং স্মারকে PIMS Software এর প্রতিবেদনের সাথে মিলিয়া প্রতিবেদন প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও সেভাবে প্রেরিত হচ্ছে না এবং সকল কার্যালয় প্রেরণ করছে না। ফলে এ সকল তথ্যের গড়মিল বের করা যাচ্ছে না। নিয়োগসহ কোন কাজে এ সকল ডাটা ব্যবহার করা যাচ্ছে না।	ক) কর্মরতদের সঠিক তথ্য PIMS Software এ নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে এবং সকল সংস্থাপনা হতে PIMS Software এর সাথে মিল রেখে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	সকল কার্যালয়

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		খ) APA- এ সংক্রান্ত: জেলা কার্যালয়ের APA- এ চুক্তির তালিকা এখনও পাওয়া যায়নি।	খ) আখানি সকল জেলার সাথে APA এর চুক্তি সম্পাদনপূর্বক দ্রুত তালিকা প্রেরণ করবেন।	সকল আখানি।
		গ) মাঠ পর্যায়ে ই-নথি বাস্তবায়ন- মাঠ পর্যায়ের যে সকল কার্যালয়ে এখনও ই-নথির প্রশিক্ষণ হয়নি সে সকল কার্যালয় স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে ই-নথির প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। সে সকল সংস্থাপনা ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তারা দ্রুততম সময়ে ই-নথি বাস্তবায়ন করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তাগিদ রয়েছে।	গ) মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে ই-নথির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন এবং দ্রুত বাস্তবায়ন করবেন।	সকল আখানি ও জেখানি।
		ঘ) নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদকরণ- মাঠ পর্যায়ের আখানি, জেখানি ও উখানি কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল এটুআই কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সকল ওয়েব সাইটে তথ্য নালনাগাদ করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মৌখিক নির্দেশনা রয়েছে। ওয়েব সাইট নালনাগাদ করার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	ঘ) স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণসহ ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ করার ব্যবস্থা নিবেন। পাশাপাশি সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ নিশ্চিত করবেন।	সকল আখানি, জেখানি ও উখানি।
		ঙ) ইনোভেশন বা উদ্ভাবন চর্চা- মাঠ পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভায় ইনোভেশন কার্যক্রম আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। কর্মকর্তা-কর্মচারদের ইনোভেশন চর্চা ও উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে। প্রয়োজনে যে কোন আর্থিক সহায়তা খাদ্য অধিদপ্তর হতে দেয়া হবে। ইনোভেশন রেপ্লিকেশন প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। শুধমাত্র সিলেট বিভাগ হতে পাওয়া গেছে।	ঙ) মাঠ পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচীতে ইনোভেশন অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। ইনোভেটিভ কার্যক্রমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উৎসাহিত করতে হবে এবং রেপ্লিকেশন প্রতিবেদন চাহিদা মতো দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল কার্যালয়
		চ) উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ধারণা আহ্বান ও প্রাপ্ত উদ্ভাবনী- সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে যেকোন ছোট উদ্ভাবন ধারণা নাগরিকের অনেক বড় কষ্ট লাঘবে ভূমিকা রাখতে পারে এবং সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে সফল করে তুলতে পারে সে লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যে কোন উদ্ভাবন ধারণা ই-মেইলে soft@dgfood.gov.bd ও Info@mofood.gov.bd বা খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নাগরিক আবেদন ফরমের লিংকে (http://nothi.gov.bd/dak-nagoriks/online Abedon) এবং খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন প্রস্তাব লিংকের মাধ্যমে প্রেরণ করার জন্য খাদ্য অধিদপ্তর সহ (মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অবহিত করা সহ) প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সেই সাথে সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক কমপক্ষে ০৩টি প্রস্তাব সংগ্রহ পূর্বক যাচাই বাছাই করে আগামী ১৬/০৮/২০১৮ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে) এবংপ্রধান মিলার, সরকারী ময়দা মিল, পোস্তগোলা, ঢাকা, প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম/খুলনা, সাইলো অধীক্ষক, নারায়ণগঞ্জ/চট্টগ্রাম/আশুগঞ্জ/সান্তাহার/খুলনা স্টীল সাইলো, খুলনা। (কমপক্ষে ০১টি প্রস্তাব সংগ্রহ পূর্বক যাচাই বাছাই করে আগামী ১৬/০৮/২০১৮ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে)।	চ) মাঠ পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচীতে উদ্ভাবন ধারণা অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। উদ্ভাবন চর্চা উৎসাহিত করতে হবে।	সকল আখানি, জেখানি ও উখানি।

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
১৪	শুদ্ধাচার	ক) খাদ্য অধিদপ্তর হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ৪র্থ কোয়ার্টারের শুদ্ধাচার প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায় হতে নিয়মিতভাবে কোয়ার্টারভিত্তিক শুদ্ধাচার প্রতিবেদন প্রেরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। খ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রেরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সংশ্লিস্ট সকলকে জরুরীভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা প্রেরণের জন্য তাগিদও দেয়া হয়।	ক) নিয়মিতভাবে কোয়ার্টারভিত্তিক শুদ্ধাচার প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। খ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা দ্রুত প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)/ সাইলো অধীক্ষক (সকল)

আর কোন আলোচনা না থাকায় মহাপরিচালক, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ আরিফুর রহমান অপু)
মহাপরিচালক
ফোন- ৯৫৮৪৮৩৪
dg@dgfood.gov.bd

স্মারক নং ১৩.০১.০০০০.০৩১.০৬.০০১.১৪.(অংশ-৩). ১২০২(৩০)

তারিখঃ০৬/৯/২০১৮ খ্রি.।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে।

১। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। অতিঃ মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রকল্প পরিচালক (সকল), খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। পরিচালক, প্রশাসন/সববি/চসসা/পউকা/সংগ্রহ/প্রশিক্ষণ/হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। প্রধান মিলার, পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, পোস্তগোলা, ঢাকা।
৮। অতিঃ পরিচালক, প্রশাসন/অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা/এমআইএসএন্ড এম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর।
১০। প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা।
১১। সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১২। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

(মামুন আল মোর্শেদ চৌধুরী)
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)
ফোন-৯৫৬১২০৯
dd.est@dgfood.gov.bd